১২ই জানুয়ারি যুব দিবস। স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিনটি পালিত হবে নানা কর্মসুচিতে।

সংবাদ ■ সাহিত্য ■ সাপ্তাহিক

প্রান্তর

ঐতিহ্যের শব্দমালায় আঙ্গনা...

Regd. with RNI : TRIBEN/2006/16929

জমে উঠেছে ৪৪তম আগরতলা বইমেলা

PRANTAR, Weekly Newspaper, 20th year, Issue 50th, 07th January, 2026, Wednesday, Price : Rs.3/- প্রান্তর সাপ্তাহিক, বর্ষ ২০, সংখ্যা ৫০, ০৭ জানুয়ারী২০২৬, বুধবার, মূল্য: ৩টাকা

ওকে 'তালা বন্দি করো' — 'লক্ হিম'

প্রান্তর ডেস্ক।। মত্র এক বছর আগে গ্লোরিয়াস ভিক্টরি, গৌরবজনক বিজয় প্রাপ্তি হয়েছিল তার। কমলা হ্যারিসকে হারিয়ে দ্বিতীয় বার মার্কিন প্রেসিডেন্ট হয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। ঘনিষ্ঠ ইয়ার দোস্ত এলন মাস্ক'র বুদ্ধি নিয়ে ভোটের মুখে তার শ্লোগান ছিল মেক আমেরিকা গ্রেট এগেন। মাগা। ২০২৫-এ জানুয়ারিতে প্রেসিডেন্ট'র কুর্সিতে বসার পর পরই নিজের জাত চেনাতে শুরু করেন বেনিয়া ট্রাম্প। দেশ ছাড়িয়ে বিদেশেও শুরু হয় তার দাদাগিরি। মার্কিনি গণতন্ত্রের উদার পন্থার বিপরীতে এক দৈত্যকায় রূপ! একমেব অদ্বিতীয়ম। আমি ছাড়া জগতে কিছু নেই। আমিই সেরা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সর্বসেরা রাষ্ট্র নায়ক আমি। সারা পৃথিবীতে আমার ছড়ি ঘুরবে। লিবারেল ডেমোক্রেসির বিপরীতে সেলফ কন্ট্রোল্ড সিসস্টেম। মাত্র অল্প ক'দিনেই বন্ধু এলন মাস্কের সাথে পিড়ীতির সম্পর্ক পরিণত হয় ডিভোর্সে। আধিপত্যবাদ এতটাই আগ্রাসী হয়ে পড়ে যে মাস্ককেও নির্বাসনে পাঠানোর হুমকি দিয়ে বসেন ট্রাম্প। শেষ পর্যন্ত ছাড়াছাড়ি। মাগা'র দফারফা। শুরু হয় ট্রাম্পের চোখ রাঙানি। তিন মাসের মধ্যেই মার্কিনিরা আওয়াজ তোলেন— নো কিং। আমরা রাজা চাই না। গণতন্ত্রে রাজার কোনো স্থান নেই। এরই মধ্যে ইরানকে টাইট দিতে ইসরাইয়েলের নেতানিয়াহুর ইচ্ছে পূরণে ইরানের পরমাণু কেন্দ্রের বাইরে ও ভেতরে অত্যাধুনিক মিসাইল হামলা চালিয়ে বীরত্ব জাহিরে দ্বিধা করেন নি ট্রাম্প। সে হামলায় তেজস্ক্রিয়তার কোন লক্ষন না পাওয়ায় ট্রাম্পের সাফল্যের দাবি কমজোর হয়ে পড়ে। তবুও তিনি নাছোর। ওদিকে জেলেনস্কিকে চাপে ফেলে ইউক্রেনে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় খানিক সফল হয়েই এবার তার নজরে দক্ষিণ আমেরিকার ভেনেজুয়েলার তেল-গ্যাস। জানুয়ারির ৩ তারিখ ভোর রাতে ভেনেজুয়েলায় হামলা চালিয়ে প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো ও তার স্ত্রীকে বন্দি করেছেন ট্রাম্প। মাদুরো কমিউনিস্ট, তায় মার্কিন বিরোধী। অতএব ট্রাম্পের ঘোর শত্রু। ট্রাম্পের চোখে কমিউনিস্টরা অমানুষ। এই অমানুষদের শাস্তি দেওয়ার হকদার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ট্রাম্প অভিযোগ আনলেন মাদুরো নেশার কারবারি। অতএব তাকে খতম করার হক্ ট্রাম্পের আছে। এখন ট্রাম্পের ইচ্ছেতেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোর্টে চলছে মাদুরো ও তার স্ত্রীর বিচার। ২০০৩ সালে ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনকে বন্দি করে ফাঁসিতে ঝোলানোর আগে যেভাবে বিচার হয়েছিল এখন তা-ই হচ্ছে মাদুরোর নিকেশে। ভেনেজুয়েলার আওয়াম ইতিমধ্যে ফুঁসে উঠেছেন। তারা স্বাধীনতার সার্বভৌমত্ব চান। ট্রাম্পের আধিপত্য নয়। সেই সুরেই কোরাস তুলেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদার চেতা শান্তিপ্রিয় মানুষ। তাদের আফশোস— এক দৈত্যরূপী ব্যক্তিকে প্রেসিডেন্টের চেয়ারে বসিয়ে কি ভুল না-ই করলাম। এখন আমেরিকার রাস্তায় শ্লোগান —লক্ হিম। ওকে তালা বন্দি করো। নইলে সর্বনাশ! এদিকে 'অব কি বার ট্রাম্প সরকার'— ভোটের আগে বন্ধুকে জেতাতে

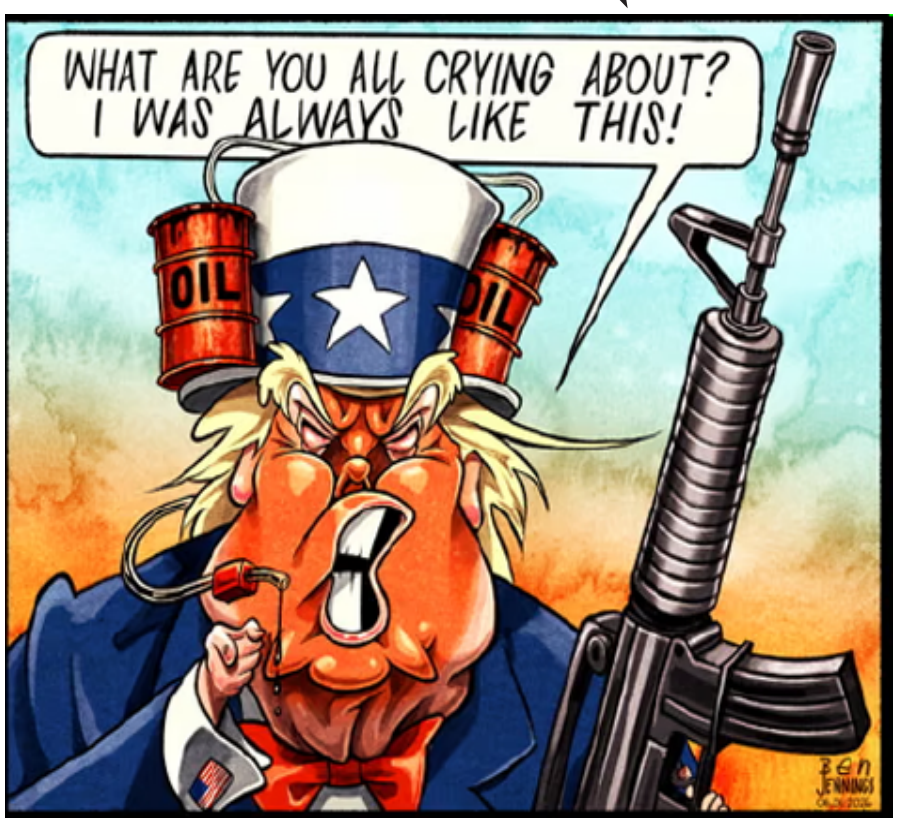

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র যে শ্লোগান তুলেছিলেন তার পরিণতি নিয়েও ভারতে চলছে জোর চর্চা। গত এক বছর ধরে মোদিজি হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন কেমন ব্ল্যাকমেলারের ফাঁদে পড়েছেন তিনি। ৫০ শতাংশ শুল্ক চাপিয়ে ভারতকে আবার শুল্ক বাড়ানোর হুমকি দিচ্ছেন ট্রাম্প। বলছেন 'আমাকে খুশ রাখো। নইলে আরও শুল্কের কোপ পড়বে'। কি সাংঘাতিক। মার্কিনিরা আগেই বুঝেছেন ট্রাম্পের রূপ। এখন বুঝছে বিশ্ববাসী।

পাহাড় টিলায় পদ্ম ফুটবে!

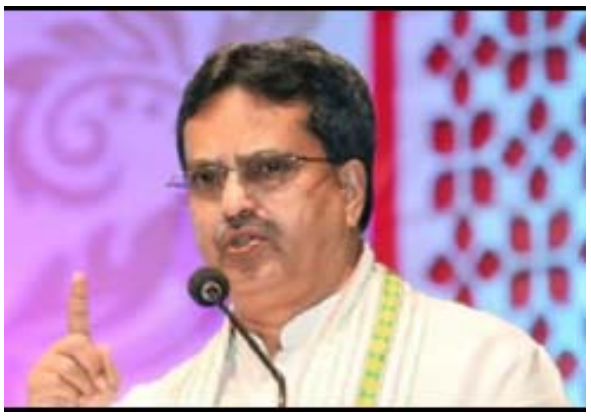

প্রান্তর ডেস্ক।। দুয়ারে ভোট। এডিসি, নিগম-পুর সংস্থা, ভিলেজ কমিটি— সবকটার'ই এই ভোট কড়া নাড়ছে। এর সাথে যোগ হয়ে গেল আরেকটি বিধানসভা আসনের উপনির্বাচন। ধর্মনগরের বিধায়ক বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেনের প্রয়াণে ওই আসনটি শূণ্য। যদিও ছয় মাস সময় আছে তবুও মৃত্যু শোক থাকতে থাকতেই ভোট করিয়ে নিলে ভালো। প্রতিষ্ঠান বিরোধী হাওয়া কেটে যায় আবেগে। কিন্তু মুশকিল হলো যুতসই চেহারাই নেই। দাবিদার অনেকে। কিন্তু কারোরই গ্রহণযোগ্যতা নেই। প্রতিপক্ষ সিপিএম বা কংগ্রেস দুর্বল। অন্তত দৃশ্য রাজনৈতিক কর্মকান্ডে। কাস্তে হাতুড়ি তারা কিংবা হাত চিহ্নের ঝাণ্ডা দেখলেই ডাণ্ডা মেরে ঠাণ্ডা করে দিচ্ছে পদ্ম শিবির। এই তো কিছুদিন আগে সিপিএম নেতা অমিতাভ দত্তের মাথা ফাটিয়ে ধর্মনগরের পথ রক্তলাল করেছে বিশ্ববন্ধুর ছেলেরা। ধর্মনগরের ভোটরদের কাছে ঐ ঘটনার স্মৃতি এখনও তাজা। তাই লালের পালে আবেগ হাওয়া আছে বৈকি। ওদিকে কর্মচারিদের হাড্ডি ভাঙ্গার কথা বলে বিশ্ববন্ধু ধর্মনগরের আপাত শান্ত চরিত্রকে যেভাবে তপ্ত করে গিয়েছেন--- তা উপভোটের চর্চায় আসবে বলেই মনে করেন মানুষ। তাই শত চিন্তায় কপালে ভাঁজ পড়ছে ভাজপা নেতাদের। অমিতাভ'র রক্ত আর বিশ্ববন্ধুর বিয়োগ ভার—কে কার চাইতে ভারি এটাই এখন চিন্তার। তবুও উপভোটে শাসকের পক্ষে কিছুটা বাড়তি সুবিধা থাকে। এটাই ভরসা। ভোট করতে গেলে যা যা লাগে তার কোনটারই অভাব নেই বিজেপির। ফাইভ এম— মানি, মেকানিজম, মিডিয়া, মাসল্, মেশিনারি— সবকিছুই হাতের মুঠোয়। সেসব মাথায় রেখেই দু'দিন আগে এডিসি দখলের কথা বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহা। তাঁর ঘোষণা— ২০২৮ সালে বিধানসভায় যেমন বিজেপি জিতবে তেমনি এডিসিতেও শাসন করবে। ২০২১শে ২৮টির মধ্যে এডিসিতে ৯টি আসন জিতেছিল বিজেপি। মথা ১৯টিতে। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি 'এডিসি পরিচালনায় মথা ব্যর্থ। ওরা মানুষের সাথে প্রতারণা করেছে, করে চলেছে। কিন্তু খুব বেশিদিন চালাকি করে এইভাবে চলা যায় না। দীর্ঘদিন ক্ষমতা ধরে রাখাও সম্ভব নয়। মানুষ সব বুঝছেন। এডিসি নির্বাচনে মথা হারবে। ' মুখ্যমন্ত্রী জনজাতি মহল্লায় গিয়ে সভা করে বার বার একই বক্তব্য রাখছেন। সভাগুলোতে যোগদানও হচ্ছে । অন্তত বিজেপির তরফে তা-ই দাবি। এ নিয়ে মথার কটাক্ষ— ওসব ধাপ্পাবাজি। দূর দূর থেকে মানুষ এনে সভার আসন ভরানো হচ্ছে। বিজেপির সাথে মানুষ নেই। পাহাড়ে আনারস-ই ফলবে। শুকনো খড়খড়ে পাহাড় টিলার মাটিতে পদ্ম কখনই ফুটবে না। এডিসিতে আমরা ছিলাম, আছি, থাকবো। আঠাশের ভোটেও চালকের আসনে স্টিয়ারিং ধরবে মথা। শাসকের ঘরে এই লড়াইয়ের পর্যবেক্ষক কংগ্রেস সিপিএম। কংগ্রেসের তেমন ভিত্তি নেই। সুতরাং ঘুরে ফিরে বামের সাথেই সঙ্গত। পাহাড় দাপাচ্ছে জিতেন্দ্র চৌধুরীর দল। আপাতত পুরনো সমর্থণ উদ্ধার করাই তাদের কাজ। তাই শিকড়ে জল ঢালছে গণমুক্তি পরিষদ। দেখা যাক কি হয়—এমনি অবস্থান বামের। আঠাশের আগে সবগুলো ভোট পর্বকেই আপাতত ট্রায়াল হিসেবেই দেখতে চায় সিপিআইএম। মথার হামলা রুখে বিজেপি আদৌ কাঙ্খিত জয় পাবে কি না--- এটাই এসময়ের বড় প্রশ্ন।

নতুন গল্পের ডিজিটাল ফোকাস

অশোকানন্দ রায়বর্ধন

নতুন কাল। নতুন সময়। আধুনিকতার জীবনধারা। এই চলমান জীবনে ঘটে গেছে বিপ্লব। ডিজিটাল বিপ্লব। এই বিপ্লব একদিকে যেমন মানুষের জ্ঞান, যোগাযোগ ও সুযোগের নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে তেমনি বর্তমান প্রজন্মকে নেটনির্ভর এক গভীর জালে আবদ্ধ করেছে। সমাজজীবনে ইন্টারনেট আজ শুধু একটি উপকরণ নয়। হয়ে উঠেছে জীবনের বিকল্প বৃত্তও। সাম্প্রতিক সময়ে যাপনের সঙ্গে এবং কর্মক্ষেত্রে ইন্টারনেট ব্যবস্থা জড়িয়ে রয়েছে। চলমান সময়ে বর্তমান প্রজন্মের কাছে বিনোদনের সস্তা আত্মপ্রকাশের জনপ্রিয় মাধ্যম হয়ে উঠেছে রিলস। অল্পেতে বিনোদনের সকল আনন্দ এখানে পাওয়া যায়। আবার এই ইন্টারনেট জীবন সমাজজীবনকে ভীষণভাবে জড়িয়ে রেখেছে। ভার্চুয়াল জীবন মানুষের বাস্তবজীবন ও সম্পর্ককে নতুনভাবে বেঁধে দেওয়ার ক্ষেত্রে মাধ্যম হিসেবে কাজ করছে অনেক সময়। একদিকে ডিজিটাল জগতের দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতিকর দিক, অন্যদিকে মানুষের মস্তিষ্কে ঢুকে যাওয়া গভীর ভাবনা আজ ছোটোগল্পের বিষয়ও হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই ডিজিটালজীবনে নতুন ভাবনায় উত্তরণের বার্তা নিয়ে তরুণ কথাশিল্পী শিবজ্যোতি দত্তের গল্পগ্রন্থ "গোপনে রিলস মশ্রদ ছাড়ান"। সময়ের বাস্তবতায় এই গ্রন্থের গল্পের চরিত্ররা ডিজিটাল জগতে ঘোরাফেরা করলেও তার মধ্যে ভিন্নতর মনোজাগতিক পরিমণ্ডল সৃষ্টির প্রয়াস রয়েছে। তাঁর "ডাবল টিক এর নীল আলো" গল্পটিতে তার চরিত্র ইরাবতীর ডিজিটাল যাপনচিত্র ফুটে উঠেছে। ডিজিটাল বার্তার পাশে নীল টিক দেখেই নিশ্চিন্ত হওয়া যায় বার্তাপ্রাপকের প্রাপ্তিসংবাদ। এখানে লেখক উপসংহার টানছেন—"সেইসব বার্তার কোন পাঠ-প্রাপ্তির সংকেত লাগে না। চোখের ভাষা, হাতের স্পর্শ, নীরবতার গভীর কথা—এসব ফোনের স্ক্রিনে দেখায় না, তবুও হৃদয় পৌঁছে যায় নিখুঁতভাবে"। এখানে বাস্তবজীবন সম্পর্কের পাশাপাশি ভার্চুয়াল স্বীকৃতি বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। "শেষ মেসেজ" গল্পে রয়েছে পুরোনো সম্পর্কের নবায়ণের কথা। সেখানেও মাধ্যম ডিজিটাল ব্যবস্থা। যৌবনের হারিয়ে যাওয়া প্রেমের সম্পর্ক নতুন অনুভবে ফিরে আসে জীবনের অপরাহ্নবেলায়। সে অনুভবও টেকে না। চিরন্তন নিয়মে রুদ্র আর ইলার মধ্যে হারিয়ে যেতে হয় ইলাকে। আর এই সংবাদ উত্তরপ্রজন্মের মাধ্যমে রুদ্রর কাছে এসে পৌঁছায়। রুদ্রের অসহায়তা ফুটে উঠে একটি বাক্যবন্ধে—"প্রযুক্তি পাল্টায়, মানুষের হৃদয় পাল্টায় না"। "নীল আলোর রেখা" এই সময়ের উচ্চশিক্ষার্থী দুই তরুণ-তরুণীর স্বল্পকালের বিচ্ছিন্ন জীবনের মধ্যে ডিজিটাল সাঁকোর মাধ্যমে সম্পর্ক বেঁধে রাখার বার্তা রয়েছে। "অদৃশ্য সঙ্গী" একটি অতিপ্রাকৃত ভাবনার গল্প। অনিন্দ্য ও সায়নীর যুগল-যাপনের মধ্যে সায়নীর

মানসিক সমস্যা ধীরে ধীরে তাকে মৃত্যুর দিকে নিয়ে যায়। আধুনিক জীবনের নিঃসঙ্গতাই এই মনোবিপর্যয়ের কারণ হতে পারে। একাকীত্বই সায়নীকে অদৃশ্য সত্তার প্রতি আকর্ষণ তৈরি করেছে। ধীরে ধীরে তার মন মৃত্যুর গহ্বরে হারিয়ে যায়। আধুনিক জীবনের এই সমস্যা গল্পকার মুন্সিয়ানার সঙ্গে উপস্থাপন করেছেন। "দিনান্তে" গল্পটি নবেন্দুবাবু ও সুবর্ণার জীবনসায়াহ্নের একান্তযাপনের ফাঁকে হঠাৎ বিচ্ছিন্নতার ভাবনা, নিজেদের মধ্যে খুনসুটি ও উত্তর প্রজন্মের পদক্ষেপে মধুময় পরিসমাপ্তি জীবনকে নতুন করে ভাবায়। "ম্যাচ ডট কম" GPT—Bot নামীয় AIকে নিয়ে আবর্তিত গল্পের চরিত্র অনির্বাণের যাপনের চিত্র। মাঝখানে রয়েছে রিমি। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে AIকিভাবে নির্দেশক ভূমিকা নেয় তার চিত্র রয়েছে এই গল্পে। এমনকি GPT-Botএর অনুভব Love is not artificial bro। অনির্বাণ রিমির মিলনে AIএর ঘটকালিতে গল্পটি শেষ হয়েছে। প্রজন্মের ক্রমাগত AIনির্ভর যাপনচিত্র ফুটে উঠেছে এই গল্পে । মানবসম্পর্কও এখানে AIনিয়ন্ত্রিত। গ্রন্থের নামগল্প "গোপনে রিলস ছাড়ান" রিলসকেন্দ্রিক জীবন ও রিলসনির্ভরতাকে উপজীব্য করে লেখা। গল্পের মূল চরিত্র সুদীপ্তর রিলস-র নেশা ছাড়ানোকে কেন্দ্র করে গল্প এগিয়েছে। রিলস-র নেশা ছাড়ানোর পরিবর্তে রিলস-র আবর্তে জড়িয়ে পড়ার কথা এখানে প্রকটিত। "ZOOM-এ দেখা" গল্পটি একটি অভিনব বিষয়ভাবনার ফসল। ZOOM App-এর মাধ্যমে কনে দেখা ও দুই পরিবারের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক নির্মাণ আধুনিক তীব্রগতির জীবনে এক নতুন সংযোজন। লেখকের অন্তর্দৃষ্টির প্রখরতা এখানে প্রকাশ পায়। "শেষ স্বীকারোক্তি" একজন নার্সের দিনলিপিতে জীবনকে দেখা। জীবনের গল্পে উঠে আসা চরিত্রগুলোর সঙ্গে বেঁচে থাকার আর্তি। "ফেক ফিয়ান্সে"— ব্যস্ত জীবনের ফাঁকে প্রেমের পরিণতির ছবি। "নীল দিগন্তে" সায়ন্তিকা আর অরিত্রের ভার্চুয়ালসম্পর্ক ও বাস্তবসম্পর্কের টানা পোড়েনের শেষে সম্পর্কের সমাপ্তি ঘটে। কিন্তু রেখে যায় মানবিক সম্পর্কের অদৃশ্য বন্ধন। এ গল্পে সায়ন্তিকা রহমান নিজেই বলেছে—"নীল দিগন্ত আমার কাছে এখন শুধু একটা রূপক নয়। এটা একটা জীবন দর্শন"। সত্যিই হালফিল সময়ের জীবনদর্শন এই গল্প। "মুক্তির খোঁজে", "অপ্রত্যাশিত" ও "শেষ বসন্তের গল্প" জীবনেরই গল্প। "সন্ধিক্ষণ" হাইটেক শহরের কর্পোরেট জীবনচিত্র। ব্যস্ততম দিনাতিপাতের পর ঘরে ফিরে এলে ফেলে আসা প্রিয়জনের সান্নিধ্যবাসনা প্রশ্ন চিহ্ন রেখে যায়। "আমি রবীন্দ্রনাথ বলছি" আত্মকথনের ঢঙ্গে একজনের নাম ও পরিচিতির পেছনে রবীন্দ্রভাবনা ও রবীন্দ্রবৃত্তের প্রভাবকে মুখ্য করে তোলা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ নামটা এখানে প্রতিকী। সত্যযাপন একজন মানুষকে "আমিত্ব" নয়, সত্যিকারের "আমি" করে গড়ে তোলে। "রিয়া সেন" সম্পর্কের টানাপোড়েনের গল্প। "কনে দেখা আলো" একটি সমাজসমস্যামূলক গল্প। চরম প্রগতির যুগেও মানুষ অনেক কিছুতেই এখনো রক্ষণশীলতা এড়াতে পারেনি। সমাজে ঘটে যাওয়া সুমিত্রার উপর দুঃখজনক ঘটনার রেশ পাঁচ বছর পরেও তার পিছু ছাড়েনি। তার বিবাহে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় ঘটনাটি। এমন ঘটনা সমাজে আজও ঘটে। গল্পটি পাঠকের ভাবনার খোরাক যোগাবে। শিবজ্যোতি দত্ত এই প্রজন্মের গল্পকার। তাঁর গল্পের ভাষায়ও সাম্প্রতিক সময়ের চিত্র যেমন ধরা পড়ে তেমনি বিষয় ভাবনাতেও রয়েছে তাঁর অভিনবত্ব। চিরায়ত গল্পভাবনার পাশাপাশি নতুন গল্পভুবন জন্ম নিচ্ছে তাঁর কলমে। প্রযুক্তির ভাষা এখানে মুখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রত্নভাষাকে অতিক্রম করে। এই পদক্ষেপ থেকেই শুরু এই সময়ের গল্পকারের যাত্রা। নীহারিকা প্রকাশনা খুব যত্ন নিয়ে গল্পগ্রন্থটি প্রকাশ করেছেন। গ্রন্থের মননশীল ভূমিকাটি লিখেছেন এই সময়ের আরেকজন শক্তিমান কথাশিল্পী সন্মাত্রানন্দ। গল্পগ্রন্থটি পাঠককে নতুন করে ভাবাবে।

বামেদের প্রজন্ম বাঁচাও যুব অভিযান শুরু তরুণদের টানতে চাইছে সিপিএম

আগরতলা: ডিওয়াইএফআই ও টিওয়াইএফআই-এর উদ্যোগে রাজ্যজুড়ে 'প্রজন্ম বাঁচাও' কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। আগামী ৮ জানুয়ারি থেকে ২০ জানুয়ারি পর্যন্ত এই কর্মসূচি চলবে। এরই অংশ হিসেবে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে গণঅবস্থানসহ একাধিক আন্দোলনমূলক কর্মসূচি সংগঠিত করা হবে। পাঁচ দফা দাবিকে সামনে রেখে এই কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানানো হয়। রাজ্যব্যাপী কর্মসূচির রূপরেখা তুলে ধরতে শুক্রবার এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ডিওয়াইএফআই-এর সভাপতি পলাশ ভৌমিক, সম্পাদক নবারুণ দেব, টিওয়াইএফআই-এর সভাপতি কৌশিক রায় দেববর্মা এবং নেতা শান্তনু দেব। সাংবাদিক সম্মেলনে নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেন, বিজেপি নেতৃত্বাধীন রাজ্যে চরম অরাজকতা বিরাজ করছে। কর্মসংস্থানের অভাব, নেশা ও দুর্নীতি গোটা রাজ্যকে গ্রাস করেছে। মাফিয়া ও রাজনৈতিক সন্ত্রাসের কারণে গণতন্ত্র বিপন্ন হয়ে পড়েছে। সুশাসনের নামে রাজ্যে 'জঙ্গলরাজ' কায়েম হয়েছে বলে তারা অভিযোগ তোলেন। এই পরিস্থিতির প্রতিবাদেই 'প্রজন্ম বাঁচাও' কর্মসূচির ডাক দেওয়া হয়েছে। তারা জানান, আগামী ৮ জানুয়ারি কুমারঘাটে প্রথম কর্মসূচি সংগঠিত হবে। সেখানে বক্তব্য রাখবেন বিরোধী দলনেতা জিতেন চৌধুরী। পাশাপাশি আগরতলাতেও কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে সর্বভারতীয় নেতৃত্ব উপস্থিত থাকবেন। এদিন বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ তুলে বলা হয়, পূর্বে চাকরি বাতিল করা হয়েছে এবং টিআরবিটিকে বিজেপির শাখা সংগঠন হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। রাজ্যে প্রায় ৫০ হাজার শূন্যপদ থাকা সত্ত্বেও তা পূরণ করা হচ্ছে না। বেকার যুবকের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে, একদিকে শূন্যপদ বৃদ্ধি পাচ্ছে, অন্যদিকে বহু পদ অবলুপ্ত করা হচ্ছে। পাশাপাশি রাজ্যে বিপুল পরিমাণে নেশা প্রবেশ করছে বলেও অভিযোগ করেন ডিওয়াইএফআই ও টিওয়াইএফআই নেতৃত্ব।

উদয়পুরে গাছ কাটতে গিয়ে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা, গাছ ভেঙে পড়ে যুবকের মৃত্যু

আগরতলা: মঙ্গলবার উদয়পুরের গর্জি এলাকায় গাছ কাটতে গিয়ে মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল দেবাশীষ জমাতিয়া (৩৮) নামে এক ব্যক্তির। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, গাছ কাটার সময় আচমকাই গাছের একটি অংশ ভেঙে পড়ে তার মাথায় লাগে। ঘটনাস্থলেই তিনি গুরুতর আহত হন। দুর্ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত ছুটে এসে দেবাশীষ জমাতিয়াকে উদ্ধার করে গোমতী জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান। তবে হাসপাতালে নিয়ে আসার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনার খবর পেয়ে পরিবারের সদস্যরা গোমতী জেলা হাসপাতালে পৌঁছান। প্রিয়জনের মৃত্যুসংবাদে পরিবারের সদস্যরা কান্নায় ভেঙে পড়েন। হাসপাতাল সূত্রে জানানো হয়েছে, মৃতদেহটি বর্তমানে গোমতী জেলা হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। ময়নাতদন্তের পর মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে। এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার ফলে গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

রাজ্য পুলিশ এড়িয়ে আসাম রাইফেলস নিয়ে আয়কর অভিযান, সোনা নগদ মিলিয়ে ২১ কোটি উদ্ধার, চাঞ্চল্য

আগরতলা: আসাম রাইফেলস এবং আয়কর গোয়েন্দা সংস্থা (ডিআরআই) যৌথভাবে শান্তিপাড়া ও ধলেশ্বর এলাকায় অভিযান চালিয়ে বড় পরিমাণ সোনার বিস্কুট এবং নগদ অর্থ জব্দ করেছে। অভিযানকালে প্রায় ১৪ কেজি সোনার বিস্কুট, যার মূল্য প্রায় ১৯ কোটি টাকা, এবং ভারতীয় মুদ্রা প্রায় ২.৮৭ কোটি টাকা উদ্ধার করা হয়। সফল এই জব্দ অভিযানটি আসাম রাইফেলসের গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে সম্পন্ন হয় উদ্ধার করা স্বর্ণ ও নগদ পরে আরও তদন্ত এবং আইনগত প্রক্রিয়ার জন্য ডিরেক্টরেট অব রেভিনিউ ইন্টেলিজেন্সের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এই অভিযান আঞ্চলিক নিরাপত্তা বজায় রাখতে এবং অবৈধ কার্য্যক্রম প্রতিরোধে আসাম রাইফেলস ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থার নিয়মিত সতর্কতা এবং সমন্বিত প্রচেষ্টার একটি প্রতিফলন।

সিসি ক্যামেরা বন্ধ করে দোকানে চুরি, ফটিকরায়ে চাঞ্চল্য

আগরতলা: আবারও দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটল ফটিকরায় থানাধীন রাজনগর এলাকায়। মঙ্গলবার গভীর রাতে এলাকার প্রায় ৪৫ বছরের পুরনো ও সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী নিহার রঞ্জন ঘোষ ও নিশিকান্ত ঘোষের মালিকানাধীন একটি মুদির দোকানে চুরি হয়। চোরের দল দোকানে ঢুকে নগদ অর্থসহ বিভিন্ন সামগ্রী লুট করে নিয়ে যায়। দোকান মালিক নিশিকান্ত ঘোষ সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে জানান, দোকানের দেওয়ালের ভেন্টিলেটর ভেঙে এবং দরজার লক খুলে চোরেরা প্রথমে সিসি ক্যামেরার তার কেটে দেয় ও ক্যামেরা বন্ধ করে। এরপর দোকানের ভেতরে ঢুকে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ও নগদ অর্থ নিয়ে চম্পট দেয়। চোরের দল দোকানের পেছনের দরজা খুলে পালিয়ে যায় বলে জানান তিনি। ঘটনার সময় দোকানের পাশেই কীর্তনের আসর চলছিল এবং চারদিকে মাইকের উচ্চ শব্দ ছিল। সেই সুযোগকেই কাজে লাগিয়ে চুরির ঘটনাটি ঘটায় নিশি কুটুমের চোরের দল বলে অভিযোগ করেন দোকান মালিক। এই ঘটনায় গভীর দুশ্চিন্তায় পড়েছেন দোকান মালিকরা। তাঁরা জানান, ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় অবস্থিত এই দোকানে এর আগেও দুইবার চুরি হয়েছে। মঙ্গলবার রাতের ঘটনাটি নিয়ে একই দোকানে তৃতীয়বার চুরি হওয়ায় এলাকাজুড়ে আতঙ্ক ও চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। দোকান মালিক সুষ্ঠু তদন্ত ও দোষীদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছেন। খবর পেয়ে ফটিকরায় থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে। প্রাথমিকভাবে চুরির ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক দেড় লক্ষাধিক টাকা বলে জানা গেছে।

নতুন রাস্তা নির্মাণে বাধা, রাতের আঁধারে ভাঙচুর, চরম উত্তেজনা

আগরতলা: নতুন রাস্তা নির্মাণের কাজে বাধা দেওয়ার পাশাপাশি রাতের আঁধারে নবনির্মিত রাস্তা ভেঙে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে ধলেশ্বর রোড---৭ সংলগ্ন এলাকায়, যা নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ও আতঙ্ক ছড়িয়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই ওই এলাকার রাস্তা সংস্কারের দাবি জানিয়ে আসছিলেন তারা। সম্প্রতি সরকার উদ্যোগ নিয়ে নতুন রাস্তা নির্মাণের কাজ শুরু করে এবং সেই অনুযায়ী এলাকায় কাজও এগোচ্ছিল। কিন্তু অভিযোগ, একাধিক দুষ্কৃতী নিয়মিতভাবে নির্মাণ কাজে বাধা সৃষ্টি করছে। শুধু তাই নয়, রাতের অন্ধকারে নির্মীয়মাণ রাস্তার একটি অংশ ভেঙে দেওয়ার ঘটনাও ঘটেছে। এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন এলাকাবাসী। তাদের দাবি, উন্নয়নমূলক কাজে বাধা দেওয়া কোনওভাবেই বরদাস্ত করা যায় না। ইতিমধ্যেই বিষয়টি নিয়ে সংশ্লিষ্ট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

উত্তর চাইছে সময়

স্বাগ্নিক ভূষণ

দিল্লির মতো বিশ্বের এক গুরুত্বপূর্ণ রাজধানী শহরে এখন দূষিত বাতাসে শ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে মানুষের। বড়লোক ধনাঢ্যরা নিজেদের ঘরে অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে লক্ষ কোটি টাকার এয়ার ফ্রেশনার বসিয়ে আয়াসে নিশ্চিন্ত জীবন কাটানোর হাস্যকর প্রয়াসে ব্যস্ত। বাতাস যে ধনী নির্ধন বোঝে না, তাও মানে না এরা। গরিব ধনহীন মানুষগুলো চাইছে একটু বাঁচার সুযোগ। সংখ্যাগরিষ্ঠ বিপুল মানুষ আক্ষরিক অর্থেই চূড়ান্ত অসহায়। তাদের আর্তি বেঁচে থাকতে একটু বাতাস দাও। বিশুদ্ধ বাতাস। আমাদের জীবন কেড়ে নিও না। বাঁচতে চাই আমরা। এই আওয়াজ নিয়েই সম্প্রতি ক্লিন এয়ার ইজ মাই রাইট— বিশুদ্ধ বাতাস আমার অধিকার শিরোনামে এক অভূতপূর্ব কনভেনশন করলো যুব কংগ্রেস। রাজনীতির লোকজন ছাড়াও পরিবেশবিদ, বিজ্ঞানী, গবেষক, সমাজ সংস্কারক, সমাজবিদ কনভেনশনে যোগ দিয়ে দূষণ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। সরকারের উদাসীনতায় তাদের উদ্বেগ উৎকণ্ঠার কারণ, এর প্রকাশ ঘটেছে আলোচনা, তথ্য পরিবেশনায়। কনভেনশন থেকে গাছ লাগানোর এক অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে এদিন। সারা দেশে সবুজের অপরিহার্যতা এবং মানুষের সামনে সৃষ্ট ভয়ঙ্কর বিপদ নিয়ে গণ-আন্দোলনের ডাক দিয়েছে কনভেনশন। এর আগে সরকার বাহাদুরের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ইন্ডিয়া গেটের সামনে সমাজকর্মীরা ধরনায় বসেছিলেন। সরকার পাত্তাই দেয়নি। উল্টে পুলিশ পাঠিয়ে ধরনাকারীদের জবরদস্তি তুলে নিয়ে গিয়ে ডান্ডা মেরে ঠাণ্ডা করে দেয়ার বার্তা দিয়েছে। পরিবেশের ভারসাম্য, সবুজায়নের অপরিহার্যতা যে একটি সামাজিক গণ-আন্দোলনের দাবি রাখে, এ বিষয়ে নাগরিক সচেতনতা তৈরির প্রয়োজন রয়েছে, এই ধরনের আন্দোলন নিছক সরকার বা কোন রাজনৈতিক দলের বিরোধিতা বোঝায় না---এটাও মানতে অস্বীকার করেছে সরকার। কারণ রাজনৈতিক প্রশাসকরা বিষয়টিকে নিজেদের সংকীর্ণ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখছেন। মুশকিল হয়েছে এখন সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি বা নীতি সবটাই পরিচালিত হচ্ছে রাজনৈতিক স্বার্থ অর্থাৎ ভোট আর ক্ষমতাকে আধার করে। সরকার এবং এর পরিচালনায় বৃহত্তর ভাবনা, সংকীর্ণতার ওপরে ওঠে বিভিন্ন বিষয় বিবেচনা করা এবং এরজন্য যে উদারচেতা গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োজন---এগুলো মনতে চাইছেন না রাজনৈতিক প্রশাসকরা। গোল বেঁধেছে এ নিয়েই। আর, এতেই তৈরি হচ্ছে নতুন বিপদ। অনেক বিষয়ই আছে যেখানে রাজনৈতিক মতপার্থক্য দূরে সরিয়ে রেখে বৃহত্তর সামাজিক অপরিহার্যতাকে প্রাধান্য দেয়া প্রয়োজন, প্রয়োজন দল বা ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধ্বে ওঠে বৈজ্ঞানিক যুক্তিনির্ভর কর্মসূচি গ্রহণ। এর মধ্যে পরিবেশ সুরক্ষার দিকটি সবচাইতে

জরুরি। কারণ এর সাথে মানুষের বেঁচে থাকার প্রশ্ন জড়িয়ে আছে অপরিহার্যভাবে। গত কয়েক দশক ধরে বিশ্বের সুস্থ চিন্তাশীল সংবেদনশীল মানুষ এনিয়ে কথা বলছেন। আশির দশকের গোড়ার দিকে রিও-ডি জেনেরিওতে প্রথম এই ইস্যুতে বিশ্ব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উষ্ণায়নের ফলে যেভাবে জলবায়ুর ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে, মানুষের সুস্থভাবে বেঁচে থাকার সংকট তৈরি হচ্ছে, এর প্রতিকারে বিচ্ছিন্নভাবে নয় গোটা পৃথিবীর সব রাষ্ট্রকে ঐক্যবদ্ধ কাজ করতে হবে, নিবিড় ও ধারাবাহিক কর্মোদ্যোগ আবার পূর্বাবস্থা ফিরিয়ে আনতে হবে, যে যে কারণগুলো এই সংকটের জন্য দায়ী সেগুলো চিহ্নিত করে উপযুক্ত পদক্ষেপ নিতে হবে—ইত্যাদির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল রিও-ডি জেনেরিও। নির্দিষ্ট সময়ান্তরে রিও-ডি জেনেরিও ঘোষণাপত্র পর্যালোচনা করা, ত্রুটি দুর্বলতা চিহ্নিত করে ঘোষণার বাস্তবায়নে গভীর মনোযোগের কথাও বলেছিল সেদিনের সে সম্মেলন। এখনো নির্দিষ্ট সময়ান্তরে রিও ডি জেনেরিও-তে পরিবেশ সুরক্ষায় সম্মেলন হয়। পৃথিবীর সব দেশের পরিবেশ বিশেষজ্ঞরা তাতে শামিল হন। গত বছরের নভেম্বর মাসেও সে সম্মেলন হয়েছে। কিন্তু কাজের কাজ কিছু হচ্ছে বলে মনে হয় না। এটি স্রেফ ইভেন্টে পরিণত হয়েছে। অবশ্য কোন দেশই এনিয়ে আগ্রহ দেখাচ্ছে না— এমন নয়। অনেক দেশেই ভালো ভালো কাজ হচ্ছে। ইউরোপের দেশগুলো তো অনেক সক্রিয় এবং পরিবেশ দূষণ রোধে বেশ কঠোর। এমনকি এশিয়ার চিন, জাপান, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুরও পরিবেশ দূষণ সম্পর্কে যথেষ্ট সজাগ ও সক্রিয়। জাপানে যে কোনও শিল্প স্থাপনের অন্যতম কঠোর শর্ত হচ্ছে গাছ লাগানো। শিল্প কারখানার প্রজেক্ট তৈরির সাথে সাথেই সবুজায়ন বিষয়টি নিশ্চিত করতে হয়। ফ্যাক্টরি থেকে কতটা ধোঁয়া বা অন্যান্য রাসায়নিক নির্গত হবে, তার ক্ষতিকারক প্রভাব থেকে কীভাবে পরিবেশ সুরক্ষায় কি পরিমাণ গাছ লাগানো হবে, সেই গাছ রক্ষণাবেক্ষণের কি কি পদ্ধতি অনুসৃত হবে ইত্যাদি বিষয় প্রজেক্টে থাকলেই কেবল তার অনুমতি মিলবে। অন্যথায় নয়। গণ পরিবহণ ব্যবস্থায় পেট্রোল, ডিজেলের পরিবর্তে বিদ্যুতায়নে জোর দিচ্ছে উল্লেখিত দেশগুলো। নির্মাণ কাজকে নির্দিষ্ট সময়ে বেঁধে এবং সাইক্লিং পদ্ধতিতে তা করা হচ্ছে যাতে বাতাসে বাড়তি ধূলিকণা মিশে অতিরিক্ত সমস্যা তৈরি না হয়। এছাড়া উল্লেখিত সব দেশই নাগরিকদের সাইকেল প্যাডেল চালিত রিকশায় উদ্বুদ্ধ করছে। সাইকেল চালানো সেসব দেশে দারিদ্র্যের প্রমাণ নয়, বরঞ্চ সচেতন নাগরিকের পরিচয়। সমাজ সাইকেল চালকদের সম্মান জানায়। একেবারে ছোট থেকেই শিশুদের পরিবেশ সুরক্ষার প্রশিক্ষণ দিয়ে গড়ে তোলা হয়। নার্সারি বা প্রাথমিক বুনিয়াদি শিক্ষার অন্যতম অংশ সাইকেল চালানো শেখা। আমাদের দেশের রাজনৈতিক প্রশাসকরা এসব জানেন না—এমন নয়। নানা দেশের বিস্তর কর্মপ্রণালী তাদের জানা। কিন্তু এসব জানা কথা নিজেদের আচরণে পরিণত করতে ওরা আগ্রহী নন। দেশে টন টন প্লাস্টিক, যেগুলো পচনশীল নয়, মাটিতে, জলের ধারায় (খাল বিল নদী নালা সমুদ্র) মিশে পরিবেশের মারাত্মক ক্ষতি করছে, তার উৎপাদনে ঢালাও ছাড় দিয়ে রাখা হয়েছে স্রেফ সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য। অন্যদিকে সরকারি কোষাগারের (যা মূলত নাগরিকদের প্রদত্ত কর থেকে সংগৃহিত হয়) লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা খরচ করে প্লাস্টিক বিরোধী অভিযান করা হচ্ছে। স্রেফ ইভেন্টবাজিতে ব্যস্ত রাজনৈতিক প্রশাসকরা। যে প্লাস্টিক পুনর্নবীকরণযোগ্য নয় সেগুলো উৎপাদন নিষিদ্ধ করলেই যেখানে সমস্যার সমাধান হতে পারে সে পথে না হেঁটে সরকার বাহাদুর চোর পুলিশ খেলছে। গৃহস্থকে বলা হচ্ছে জেগে থাকো, আবার চোরের চুরি করার পথ খোলা রাখা হচ্ছে। এমন দ্বিচারিতা বোধ করি ভারত রাষ্ট্রেই সম্ভব। একদিকে ইভেন্ট হয়— মা কি নাম পে এক প্যার, মায়ের নামে এক গাছ, অন্যদিকে বনের পর বন উজার করা হচ্ছে গাছ কেটে। যে মায়ের নামে গাছের চারা লাগিয়ে ফটো সেশন করা হলো, সেই গাছ মা বাঁচলো নাকি মরলো— তা নিয়ে রাজনীতিক ইভেন্টবাজ ছেলে খোঁজও রাখে না। প্রতি বছর সরকারি কোষাগারের শত সহস্র কোটি টাকা ব্যয়ে বনমহোৎসব হয়, মন্ত্রী সান্ত্রীর দল সাধারণ মানুষের কাছে গাছের মহিমা কীর্তন করে বাহবা কুড়োয়। কিন্তু একবারও এই মন্থন হয় না— বন মহোৎসবের নামে দেশে ফি বছর যেসব গাছ লাগানো হচ্ছে তার শতভাগের একভাগও যদি রক্ষা করা যেতো তাহলে এই দেশ সবুজে সবুজে ভরে গিয়ে দেশ মায়ের ফুসফুসটিকে সতেজ রাখতে পারতো। যে দেশের কৃষ্টি সংস্কৃতি আচার অনুষ্ঠানের সাথে জড়িয়ে আছে গাছ, বন ধ্বংসের বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলনে ইতিহাস রচনা করেছেন যে দেশের মহিলারা সে দেশে গাছ লাগানোর গুরুত্ব বোঝাতে কোন ইভেন্ট প্রয়োজন নেই— এই কঠোর সত্য কবে বুঝবেন রাজনৈতিক প্রশাসকরা? এই প্রশ্ন কিন্তু উঠে গিয়েছে। এর সন্তোষজনক উত্তর দেয়ার দায় সরকারের। তাদেরকেই বলতে হবে কেন আরাবল্লী পর্বতমালা রক্ষায় সাধারণ মানুষকে রাস্তায় নামতে হয় সরকারের বিরুদ্ধে। কেন আদালতের কাছে বিচার চাইতে হয়? কেন স্রেফ কর্পোরেট পুঁজির মুনাফার ইচ্ছে পূরণে আরাবল্লীর মতো সবুজ ঢাল বিনষ্ট করার পক্ষে আইনই পাল্টে দেয়া হয়? কেন? কেন? কেন? এর উত্তর চাইছে সময়।

e-mail : prantarpatrika@gmail.com

উন্নয়নমূলক কাজে রাজনৈতিক রং দেখে না বর্তমান সরকার: কৃষিমন্ত্রী

আগরতলা: বর্তমান রাজ্য সরকারের মূল লক্ষ্য মানুষকে স্বনির্ভর করে তোলা। সেই লক্ষ্য পূরণে রাজ্যজুড়ে ৬০টি নতুন কৃষি বাজার নির্মাণে ১৫৮ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে। উন্নয়নমূলক কাজে সরকার কোনও রাজনৈতিক রং দেখে না তার জন্য সব গুলি বিধানসভা কেন্দ্রে কৃষি বাজার গড়ে তোলা হচ্ছে। আজ দক্ষিণ জেলার মনপাথর বাজারে একটি নতুন বাজার স্টল ও একটি দ্বি-তল বিশিষ্ট বাজার কমপ্লেক্সের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কৃষি ও কৃষক কল্যাণমন্ত্রী রতন লাল নাথ এই কথা বলেন। ঐদিন মন্ত্রী শান্তিরবাজারে প্রাথমিক গ্রামীণ বাজারের অবকাঠামো উন্নয়নের কাজও উদ্বোধন করেন। পরে মন্ত্রী দক্ষিণ জেলার বীরচন্দ্র মনুতে অবস্থিত সেন্টার অফ এক্সিলেন্স, ভেজিটেবলস কেন্দ্রটি পরিদর্শন করে। তিনি জানান, গোটা দেশে এমন মোট ৬০টি সেন্টারের মধ্যে আমাদের রাজ্যে রয়েছে দুটি একটি সিপাহীজলার জুমেরঢেপায় এবং অন্যটি দক্ষিণ জেলার বীরচন্দ্র মনুতে। তিনি বলেন, এই কেন্দ্রে ইজরায়েল ও ভারতীয় আধুনিক প্রযুক্তির মেলবন্ধনে সারা বছর বিভিন্ন প্রজাতির উন্নত মানের সবজি চারা উৎপাদন করা হয়, পাশাপাশি সবজি চাষ করা হয়। বিশেষ করে মাটি ছাড়াই চারা উৎপাদনের অত্যাধুনিক প্রযুক্তি এখানে ব্যবহৃত হচ্ছে, যা সত্যিই প্রশংসনীয়। পরবর্তীতে মন্ত্রী জানান, নতুন বি ভি জি রাম জি আইন ২০২৫ সকলের জন্যই উপকারী হবে।

সিপাহী জলা জেলা থেকে এক্সকুসার ভিজিলে ২৫ জন জনপ্রতিনিধি আসামের উদ্দেশ্যে

আগরতলা: সোমবার সিপাহী জলাজেলা পরিষদের তত্ত্বাবধানে রাজ্য থেকে ২৫ জন জন প্রতিনিধি আসামের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন। সোমবার সকালে সিপাহী জলা জেলা পরিষদ অফিসের সামনে ফ্লেগ আপ করে সূচনা করেন সিপাহী জলা জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত, এছাড়া উপস্থিত ছিলেন নোডাল অফিসার ভাস্কর ভট্টাচার্য্য । সিপাহীজলা জেলার অফিসিয়াল এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান , জেলা পরিষদের সদস্য, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য,সহ মোট ২৫ জন জন প্রতিনিধি আসামের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। ত্রিপুরা রাজ্য সিপাহী জলা জেলার মোট ২৫ জন জন প্রতিনিধি আসাম রাজ্যের উদ্যোশে আজ রওয়ানা দেন। সিপাহী জলা জেলার জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত বলেন রাজ্য সরকারের প্রয়াসে অফিসিয়াল সহ জন প্রতিনিধিরা আসামে যাবেন ঐ রাজ্যের উন্নয়ন মূলক কাজ কর্ম কিভাবে হচ্ছে সেই জায়গা গিয়ে জন প্রতিনিধিরা দেখে রাজ্যের কাজ কর্ম আরও কিভাবে উন্নয়ন করা যায় সেই জন্যই এক্সক্লিজার ভিজিট যান।

কলাছড়ায় ফের সড়ক দুর্ঘটনা

আগরতলা: মালগাড়ির ধাক্কায় প্রাণ গেল ৭৫ বছরের বৃদ্ধের কলাছড়া বাজার এলাকায় ফের মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনার ঘটনা ঘটেছে। আজ সন্ধ্যা আনুমানিক ৬টা নাগাদ কলাছড়া বাজার সংলগ্ন এলাকায় একটি মালগাড়ির ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ৭৫ বছর বয়সি বৃদ্ধ মনিন্দ্র দেবনাথের। প্রত্যক্ষদর্শীদের সূত্রে জানা যায়, TR04C1516 নম্বরের একটি রাবার বোঝাই মালগাড়ি ব্রেক গিয়ারে সজোরে পথচারী মনিন্দ্র দেবনাথকে ধাক্কা মারে। গাড়িটি চালাচ্ছিলেন এলাকার বাসিন্দা রাহুল সাহা। গুরুতর আহত অবস্থায় স্থানীয়রা তড়িঘড়ি মনিন্দ্র দেবনাথকে কলাছড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনার পরই গাড়ি চালক রাহুল সাহা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। জানা গেছে, মালগাড়িটির মালিক রাজু সাহা। বৃদ্ধের আকস্মিক মৃত্যুতে গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। ঘটনার খবর পেয়ে মনুবাজার থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে।

মঙ্গলবার ছামনুয় বিজেপির ডাকে এক বিশাল জনসভা হয়েছে। প্রচুর সংখ্যক লোক মথা ছেড়ে এদিন মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে বিজেপিতে যোগ দেন।

নারিকেল কুঞ্জ ঃ অব্যবস্থায় অনেক প্রশ্ন

আগরলা: ত্রিপুরার অন্যতম প্রধান পর্যটন কেন্দ্র নারিকেল কুঞ্জ এখন কার্য্যত অরাজকতার স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে। একদিকে ডুম্বুর জলাশয়ে নৌকা থেকে তলিয়ে যাওয়া যুবক ধর্মজিৎ চাকমার হদিস নেই ২৪ ঘণ্টা পার হওয়ার পরও, অন্যদিকে প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের ওপর হামলার ঘটনায় পর্যটকদের নিরাপত্তা নিয়ে বড়সড় প্রশ্নচিহ্ন দেখা দিয়েছে। গত ৪ঠা জানুয়ারি বাড়ি ফেরার পথে ডুম্বুর জলাশয়ে নৌকা থেকে পড়ে নিখোঁজ হন ধর্মজিৎ চাকমা। ঘটনার পর থেকে মহকুমা প্রশাসনের ভলান্টিয়ার এবং অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা তল্লাশি চালালেও এখন পর্যন্ত তাঁর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয় হলো, দুর্ঘটনার দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হলেও ঘটনাস্থলে পৌঁছায়নি এনডিআরএফ টিম। উদ্ধারকাজে এই ধীরগতি ও প্রশাসনের উদাসীনতায় নিখোঁজ যুবকের পরিবার এবং স্থানীয়দের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। আক্রান্ত ডিসিএম নিরাপত্তার সংকটে নারিকেল কুঞ্জ নারিকেল কুঞ্জের আইনশৃঙ্খলার অবনতি কতটা চরমে পৌঁছেছে, তার প্রমাণ মিলেছে ইংরেজি নববর্ষের রাতে। ১লা জানুয়ারি রাতে ডিউটি সেরে ফেরার পথে দুষ্কৃতীদের হাতে আক্রান্ত হন গন্ডাছড়া মহকুমা শাসক দপ্তরের ডিসিএম দিলীপ দেববর্মা এবং তাঁর চালক সঞ্জিত রিয়াং। রাস্তায় একটি দুর্ঘটনা দেখে মানবিকতার খাতিরে গাড়ি থামালে ওত পেতে থাকা দুষ্কৃতীরা লোহার রড নিয়ে তাঁদের ওপর হামলা চালায়। চালক সঞ্জিত রিয়াংয়ের মাথায় গুরুতর আঘাত লাগে এবং ডিসিএম-এর গাড়ি ভাঙচুর করা হয়। সূত্রের খবর, এর কয়েকদিন আগে ওই এলাকায় অভিযান চালিয়ে প্রচুর মেয়াদোত্তীর্ণ ও অবৈধ বাংলাদেশি পণ্য বাজেয়াপ্ত করেছিলেন ডিসিএম। সেই অভিযানের আক্রোশ থেকেই এই পরিকল্পিত হামলা বলে মনে করা হচ্ছে। যদিও প্রশাসনের একটি অংশ রহস্যজনকভাবে বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে। নারিকেল কুঞ্জ পর্যটন কেন্দ্রটি বর্তমানে একটি নির্দিষ্ট জাতিগোষ্ঠীর একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণে চলে গেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। অন্য কোনো সম্প্রদায়ের মানুষ সেখানে ব্যবসা করতে গেলে তাঁদের হেনস্থার শিকার হতে হচ্ছে।

সম্প্রতি রইস্যাবাড়ি এলাকার দুই যুবককে ফাস্টফুডের দোকান দেওয়ায় বাধা ও হেনস্থা করার ঘটনা এর প্রমাণ। এছাড়া পর্যটকদের কাছ থেকে নৌকার অতিরিক্ত ভাড়া আদায় এবং লাইফ জ্যাকেট ছাড়াই ঝুঁকিপূর্ণভাবে যাতায়াত করানো হচ্ছে, যা যেকোনো সময় বড়সড় বিপদের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

বিএসএফের গাড়িতে হামলার ঘটনায় তৃতীয় অভিযুক্ত গ্রেপ্তার, অভিযান অব্যাহত

আগরতলা: গত নভেম্বর মাসে বিশালগড়ে বিএসএফের একটি গাড়িতে হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনায় জড়িত আরও এক অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এই মামলায় ইতিমধ্যেই দু'জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। সর্বশেষ গ্রেপ্তারের মাধ্যমে মামলায় তৃতীয় অভিযুক্তকে জালে তুলল বিশালগড় থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃত অভিযুক্তের নাম রিয়াজ মিয়া। সোমবার গভীর রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে দুর্গানগর এলাকার হাসান হোসেন পাড়া থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। এর আগে একই মামলায় রবিউল হোসেন-সহ আরও একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। পুলিশ আরও জানিয়েছে, এই হামলার ঘটনায় মোট পাঁচজন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে বিএসএফের পক্ষ থেকে মামলা দায়ের করা হয়েছিল। তাদের মধ্যে এখনও পর্যন্ত তিনজনকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়েছে। বাকি দুই অভিযুক্তের খোঁজে পুলিশি অভিযান জোরদার করা হয়েছে এবং খুব শীঘ্রই তাদের আইনের আওতায় আনা হবে বলে আশাবাদী তদন্তকারীরা। এদিকে, ধৃত অভিযুক্ত রিয়াজ মিয়াকে আজ পুলিশ রিমান্ডের আবেদন জানিয়ে আদালতে তোলা হয়েছে। তদন্তের স্বার্থে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ঘটনার সঙ্গে জড়িত অন্যান্যদের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ।

স্বত্ত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক ও সম্পাদক : বিজয় পাল কর্তৃক অনলাইন প্রিন্টিং প্রেস, বনমালীপুর গণরাজ চৌমুহনী, থানা রোড, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা-৭৯৯০০১, ত্রিপুরা হইতে মুদ্রিত ও রামনগর রোড নং ৮ (শেষ প্রান্ত), পো: রামনগর, আগরতলা-৭৯৯০০২ হইতে প্রকাশিত, ফোন নং ঃ ৯৪৩৬১২৩৮০৮
Woner, Publisher, Printer & Editor : Bijoy Paul, Printed at Online Printing Press, Banamalipur Ganaraj Chowmuhani, Thana Road, Agartala, West Tripura - 799001, Tripura & Published from Ramnagar Road No. 8 (Last Part), P.O. : Ramnagar, Agartala-799002, Ph. No. : 9436123808, e-mail : prantarpatrika@gmail.com